একজন কবির গল্প

ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক

আজকাল ধর্ম বাড়াবাড়ি দেখলেই কেন যেন
এক ছোট্ট মফস্বল শহরে ফেলে আসা আমার কিশোর বেলার
অতি চেনা দু'জন মানুষের কথা খুব মনে হয়।
তাদের একজনকে আমি আগে যতটা ভালোবাসতাম
এখন তার চেয়ে অনেক বেশী ভালোবাসি।
আরেক জনের প্রতি- যদিও বলতে খারাপ লাগছে-
আমার ঘৃণা দিনে দিনে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে চলেছে।

আমর চেনা এই দু'জন মানুষের প্রথম জন ছিলেন কবি
যার ছিল লম্বা দাড়ি আর মাথা ভর্তি ঝাকড়া বাবরী চুল।
সম্ভবতঃ সে কারণেই তার মধ্যে আমি
একই সঙ্গে রবি ঠাকুর আর কাজী নজরুলকে দেখতে পেতাম।
আর যে খুব নাম ডাক ছিল তা নয়-
অর্থ কড়িও তার তেমন একটা ছিলনা;
আসলে তিনি বেশ গরীব ছিলেন বলাই ঠিক হবে।
তবে তিনি খুব সুন্দর করে হাসতে পারতেন;
তার সাথে দেখা হলেই তিনি এক গাল হেসে বলতেন-
'অনেক দিন দেখিনি যে, ভালো ছিলে তো?'
অনাবিল হাসিতে তার মুখটা ভরে উঠতো।

আমার চেনা দ্বিতীয় যে মানুষটির কথা আমি এখন বলব
তিনি এই ছিলেন এই কবির একজন প্রতিবেশী।
অত্যন্ত সৌম্যদর্শন এই লোকটি
নিজেকে একজন ধর্মীয় নেতা বলে পরিচয় দিতেন
আর বিভিন্ন সভা সমাবেশে ধর্মালোচনার নামে
আউরে যেতেন তোতাপাখীর মতো কিছু গৎ বাঁধা বুলি।
তার মতে কবিটি ছিলেন সমাজের জন্য ক্ষতিকর-
কেননা কবি যা লিখতেন তা হলো গিয়ে মনগড়া, কাল্পনিক,
আর তা মানুষ, প্রকৃতি, চাঁদ, ফুল কিংবা ভালবাসা নিয়ে,
অথবা শোষন, অত্যাচার, বঞ্চনার বিরূদ্ধে।
আসলেই কবির রচনায় ধর্মের কোন কথা থাকত না।
আর তাই, এই লোকটির মত হলো,
কবি ও কবির মত অন্য লোকদের মৃত্যুদন্ড হওয়া উচিৎ।

ধর্মান্ধ এই লোকটিকে আমি প্রচন্ড ঘৃণা করতাম।
আমার কেবলই মনে হতো
যে ধর্ম যুগে যুগে মানুষকে আলো দিয়ে এসেছে
সে আলোর মশাল একে এমন অন্ধ করলো কেন?
কেমন করে?

একদিন আমি কবিকে বললাম-
'আমি ঐ ধর্মান্ধ লোকটির মৃত্যু কামনা করি;
ও মরলে আমি খুব খুশী হই;
আমার ভয় হয় ওর প্রতি আমার অন্তহীন ঘৃণা
না জানি আমাকেই ধর্ম বিমুখ করে ফেলে।'
আমার কথায় কবি খুব দুঃখ পেলেন-
বললেন 'ছিঃ, ও কথা বলবে না;
জানো না কি ওর মৃত্যু হলে
ওর বাচ্চাদের দেখার কেউ থাকবে না;
ওর পুরো পরিবারটি ধ্বংশ হয়ে যাবে?
মানুষের অকল্যাণ নয়, কল্যাণ কামনা করাই মনুষ্যত্ব।
মনে রেখো-
ধর্মান্ধ হওয়া যদি নিন্দনীয় হয়, ধর্মহীনতাই বা কি খুব ভাল কিছু?'

কবির সাথে সেই ছিল আমার শেষ দেখা।

তারপর বহুদিন কেটে গেছে-
মফস্বল শহর ছেড়ে সেই যে বাইরে এসেছি আর ফেরা হয়নি।
তবে শুনেছি, রাজনীতির মারপ্যাচে ধর্মান্ধ সেই লোকটা
কেমন করে যেন দেশের বিশিষ্ট নেতা হয়ে গেছে।
পত্র-পত্রিকায় প্রায়ই ধর্ম রক্ষার ব্যাপারে
তার নিষ্ঠা আর সংগ্রামের কথা ফলাও করে ছাপা হতেও দেখেছি।
আর সে সব পড়তে পড়তে আমার সেই কবির কথাও মনে হয়েছে,
অবশ্য তার খোঁজ আর রাখা হয়নি।
তবে একদিন হঠাৎ করেই তার খোঁজ পাওয়া গেল-
শোনা গেল ধর্মদ্রোহীতার দায়ে
কোন এক কবির না কি প্রাণদন্ডের হুকুম হয়েছে।
পত্র-পত্রিকায় পড়ে জানা গেল ইনিই সেই মফস্বল শহরের কবি
আমার ফেলে আসা কৈশোরে যাকে আমি চিনতাম।

তার পর থেকে ঐ ধর্মান্ধ লোকটাকে আমি
অন্তহীন ঘৃণার আগুনে দগ্ধ করে চলেছি প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ।
অবশ্য মাঝে মাঝে মনে হয়
বেঁচে থাকলে কবি সম্ভবতঃ এ জন্য দুঃখ পেতেন।